মধ্যযুগে ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারণে টুরসের যুদ্ধের গুরুত্ব : একটি বিশ্লেষণ

জেরিন তাসনিম রশিদ[১]

সারসংক্ষেপ

মুসলমানদের স্পেন বিজয় এবং এ বিজয়ের ধারাবাহিকতায় টুরসের যুদ্ধ ছিল তাঁদের ইউরোপ জয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ কারণে ঐতিহাসিকগণ টুরসের যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়কে ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারণে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত দুটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমত, টুরসের যুদ্ধকে ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ বলার যৌক্তিকতা নির্ণয়; দ্বিতীয়ত, টুরস পরবর্তী দীর্ঘ সময়ে মুসলিমদের ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা।

মূল শব্দ : মধ্যযুগ, উমাইয়া, খিলাফত, স্পেন, টুরসের যুদ্ধ।

ভূমিকা

দামেস্কের উমাইয়া খিলাফত আমলে (৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) মুসলিম সাম্রাজ্যবাদী নীতির এক নবযুগের সূচনা হয়। উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের (৭০৫-৭১৫ খ্রিস্টাব্দ) শাসনামল এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা ভারতের সিন্ধু (৭১২ খ্রিস্টাব্দ) থেকে শুরু করে ইউরোপীয় ভূখণ্ড স্পেন (৭১১ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এ ধারাবাহিকতায় স্পেনের মুসলিম শাসকগণ পরবর্তীতে পিরেনিজ (স্পেন ও ফ্রান্সকে পৃথককারী পর্বতমালা) পর্বতের বাঁধাকে অতিক্রম করে দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রবেশ করে এবং সেপটিমেনিয়াসহ (সেপটিমেনিয়া বা সপ্তনগরী দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের সাতটি নগরী নিয়ে গঠিত একটি অঞ্চল) পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হয়। তবে এ বিজয়ের ধারা বেশি দিন অব্যাহত থাকেনি। দামেস্কের উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে (৭২৪-৪৩ খ্রিস্টাব্দ) স্পেনের আমির আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ঐতিহাসিক টুরসের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের ইউরোপ জয়ের স্বপ্ন চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ফ্রান্সের টুরস ও পয়টিয়ার্স এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে সংঘটিত এ যুদ্ধকে বিশ্ব ইতিহাসের একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ প্রসঙ্গে Rogers বলেন, "Even in the Middle Age's it was considered a crucial turning point in the long struggle between Islam and Christendom" (Rogers, 2011: 01)। ফরাসী খ্রিস্টান বাহিনীর কাছে স্পেনীয় মুসলিম বাহিনীর এ পরাজয় একদিকে যেমন পশ্চিম ইউরোপে মুসলমানদের অগ্রযাত্রার গতিকে রহিত করেছিল; অন্যদিকে মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান ইউরোপে ইসলাম ধর্মের বিস্তারের পথকেও চূড়ান্ত রূপে

[১]প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, শেখ বেরহানউদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা।
ই-মেইল : ztrashid16@gmail.com

অবরুদ্ধ করেছিল। এজন্য বলা হয় যে, মধ্যযুগে ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারণে এ যুদ্ধের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় পশ্চিম ইউরোপে মুসলমানদের এ ব্যর্থতা ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের কনস্টান্টিনোপল জয়ের মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপ সফলতা লাভ করে। তথাপি বৈশ্বিক নানা পটপরিবর্তনের কারণে মধ্যযুগের মুসলিম বিজয়ের জোয়ারটি অনেকাংশেই তার গতি হারিয়ে ফেলে। তবে টুরসের যুদ্ধের ফলাফল মুসলমানদের কাছে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত না হলেও, ফ্রান্স তথা ইউরোপের খ্রিস্টানদের কাছে সর্বদাই এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়েছে।

টুরসের যুদ্ধকে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, এর জয়-পরাজয়ের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে। এমনকি বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিকদের মাঝে এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নানা মতভেদও পরিলক্ষিত হয়। এসকল বিষয়ের ধারাবাহিকতায় আলোচ্য প্রবন্ধে টুরসের যুদ্ধকে দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য সে বিষয় দুটি হল :

প্রথমত: টুরসের যুদ্ধকে মধ্যযুগে ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করার যৌক্তিকতা; এবং

দ্বিতীয়ত: ৭৩২ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে স্পেনে মুসলমানদের দীর্ঘ শাসনামলে (৭১১-১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ) কোনো শাসক কেন ফ্রান্স তথা ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারের বিষয়ে উচ্চাশা পোষণ করেনি তা বিশ্লেষণ করা।

টুরসের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলি

মুসলমানরা স্পেনে একটি দীর্ঘ সময় রাজত্ব করে। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে স্পেন বিজয়ের পরে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানরা স্পেনে তাদের একাধিপত্য বজায় রাখে (Collins, 1989 : ও ইমামউদ্দিন, ২০১০)। স্পেনে মুসলমানদের এ দীর্ঘ শাসনামলকে তিনটি ধাপে বিভক্ত করা যায়:

ক. দামেস্কের খিলাফতের অধীন উমাইয়া আমিরদের শাসন (৭১৪-৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ),

খ. স্বাধীন উমাইয়া আমিরদের শাসন (৭৫৬-৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং

গ. উমাইয়া খিলাফত (৯২৯-১০৩১ খ্রিস্টাব্দ)। [স্পেনে উমাইয়া শাসনের চূড়ান্ত পতন ঘটে ১০৩১ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীতে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্পেন শাসিত হয় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র-মুসলিম রাজবংশের দ্বারা]

দামেস্কের অধীনে আমির পদবীধারী গভর্নর দ্বারা ৭১৪-৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী দামেস্ক হতে স্পেন ২৫০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত হওয়ার ফলে স্পেনীয় আমিরগণ প্রায় স্বাধীনভাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন (ইমামউদ্দিন, ২০১০)। তাঁরা আল মাগরিব তথা উত্তর আফ্রিকার গভর্নর জেনারেলের নামমাত্র অধীন ছিলেন। স্পেনের আমিরগণ কখনো দামেস্কের খলিফা কর্তৃক আবার কখনো আল মাগরিবের গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন (রহমান, ১৯৮১, ইমামউদ্দিন, ২০১০)। ৭২১ খ্রিস্টাব্দে তুলুসের যুদ্ধে অবদানের জন্য আব্দুর রহমান আল গাফিকিকে পশ্চিম স্পেনের লেফটেনেন্ট গভর্নর নিয়োগ করা হয় (৭২১-৭২৫ খ্রিস্টাব্দ)। এ সময়ে তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে কারকস্‌সন, নিমেস ও অন্যান্য স্থানগুলো

পুনরায় দখল করেন এবং উত্তরে আউতুনে উপস্থিত হন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে বারগুইন্ডি এবং পূর্বে সাউনে প্রদেশ অধিকার করে (ইমামউদ্দিন, ২০১০)। আব্দুর রহমান আল গাফিকি ৭৩০ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক (৭২৪-৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ) কর্তৃক স্পেনের গভর্নর তথা আমির পদে নিযুক্ত হন (রহমান, ১৯৮১ ও ইমামউদ্দিন, ২০১০)।

দক্ষিণ ফ্রান্সের বিদ্রোহী বার্বার নেতা উসমান বিন আবু নিসা এবং তাঁর সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আকিটেন রাজ্যের শাসক ডিউক ইউডেসকে দমন করার লক্ষেই আব্দুর রহমান পিরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন (রহমান, ১৯৮১ ও ইমামউদ্দিন, ২০১০)। আব্দুর রহমান আল গাফিকি প্রথমে উসমান বিন আবু নিসাকে শায়েস্তা করেন। তিনি বোরডেক্সের নিকট ইউডেসকে পরাজিত করে বিপুল সম্পদ হস্তগত করেন। এসময় তিনি বুরুন্ডি, লিওন, বেসাসকোন ও সেন্স শহরসমূহও দখল করেন (ইমামউদ্দিন, ২০১০)। অতঃপর তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে উত্তর ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হন। পরাজিত ইউডেস এবার ফ্রান্সের রাজা চার্লসের সাহায্য কামনা করেন। চার্লস ইউডেসের আহবানে সাড়া দিয়ে ফরাসী সৈন্যবাহিনী নিয়ে আব্দুর রহমানের মুসলিম বাহিনীকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন (Doherty, 2017)। মুসলিম বিজয়ের ধারা সম্পর্কে অবহিত চার্লস বিগত এক দশক ধরেই (তুলুসের যুদ্ধ, ৭২১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে) এরূপ একটি সমরাভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন (Hanson, 2001)। চার্লস এবং ইউডেসের মধ্যে সংঘটিত চুক্তি সম্পর্কে অনবহিত মুসলিম বাহিনী তখন ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল দখল ও বিপুল গনিমাত সংগ্রহ করে উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ৭৩২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফ্রান্সের লোয়াইর নদীর বার মাইল উত্তর-পূর্বে টুরস ও পয়টিয়ার্সের মধ্যবর্তী সমতল ভূমিতে উভয় পক্ষের সেনাদল মিলিত হয় (ইমামউদ্দিন, ২০১০ও Lane-Poole, 1912)। উভয় বাহিনী সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে সাতদিনব্যাপী পরস্পরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে (Imamuddin, 1969 Davis, 1999 ও Doherty, 2017)। এ সময় উভয়ের মধ্যে কেবল কিছু খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সাতদিন আব্দুর রহমান উমাইয়াদের সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এর মতে, একজন দক্ষ ও সুযোগ্য নেতা হওয়া সত্ত্বেও আব্দুর রহমান এ সাতদিনে প্রতিপক্ষকে স্বীয় সেনাবাহিনী সুসংহত করার এবং যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার সময় ও সুযোগ প্রদান করেছেন। উপরন্তু ফরাসী বাহিনী গাছের আড়ালে অবস্থান করার কারণে তাদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কেও মুসলিম বাহিনী ধারণা করতে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় মুসলিম বাহিনীর জন্য শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত হত যুদ্ধ বাতিল করে গনিমাতের মালামাল নিয়ে বিজিত অঞ্চলে ফিরে যাওয়া এবং সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করা (Creasy, 2007)। সাতদিন অপেক্ষার পরে আব্দুর রহমানের বাহিনী প্রথম আক্রমণ শুরু করে। অপরদিকে, চার্লসের ফরাসী বাহিনী প্রতিরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে এরূপ একটি রটনা ছড়িয়ে পরে যে, ফরাসী সেনাবাহিনীর একটি দল মুসলিম শিবিরে আক্রমণ করেছে এবং সেখানে সঞ্চিত গনিমাতের সম্পদসমূহ লুট করেছে। এই খবরে আব্দুর রহমানের সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। গনিমাতের মালের লোভে তারা নিজেদের কর্তব্যবোধ ও শৃঙ্খলার কথা ভুলে যায়। এরূপ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে দশম দিনে সন্ধ্যায় যুদ্ধ পরিচালনারত অবস্থায় আব্দুর রহমান নিহত হন। নেতার মৃত্যুতে মুসলিম সেনারা আরো বেশি বিশৃঙ্খল হয়ে যায় (ইমামউদ্দিন, ২০১০ ও Doherty, 2017)। এইচ. এম. শামসুর রহমান এবং এস. এম. ইমামউদ্দিনের এর মতে, নেতৃত্বের প্রশ্নে সৈন্যদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে তারা রাতের আঁধারে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। রাজা চার্লস পলায়নপর মুসলিম বাহিনীর আহত সৈন্যদের হত্যা করে 'মার্টেল' উপাধি ধারণ করেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন (রহমান, ১৯৮১ ও ইমামউদ্দিন, ২০১০)। এ সম্পর্কে ইমামউদ্দিন আরো বলেন, শৃঙ্খলাবোধহীন বার্বার সৈন্যদের যুদ্ধের জয়-পরাজয়

অপেক্ষা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতি অধিক আকর্ষণ এবং স্পেনীয় মুসলমানদের মাঝে বিরাজমান গোত্রীয় কোন্দলের কারণে এ যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয় (ইমামউদ্দিন, ২০১০)।

উল্লেখ্য, ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের উমাইয়া আমির আব্দুর রহমান এবং ফ্রান্সের রাজা চার্লসের মধ্যে সংঘটিত এ যুদ্ধকে ঐতিহাসিকগণ টুরস বা পয়টিয়ার্সের যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। মূলত ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বে টুরস ও পয়টিয়ার্সের মধ্যবর্তী স্থানে সংঘটিত হওয়ার কারণে এ যুদ্ধের এরূপ নামকরণ (Schoenfeld, 2001)। এ যুদ্ধের সঠিক স্থান ও উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। Creasy এর মতে, মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৮০,০০০ জন (Creasy, 2007)। আধুনিক ঐতিহাসিক Davis এর মতানুসারেও মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৮০,০০০ জন এবং অপরদিকে ফরাসী বাহিনীতে ছিল মাত্র ৩০,০০০ জন সৈন্য (Davis, 1999)। অপর একজন আধুনিক ঐতিহাসিক Hanson উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যাই ৩০,০০০ বলে উল্লেখ করেন (Hanson, 2001)। মোজারাবিক ক্রনিকল এর ভাষ্যমতে, এ যুদ্ধে ফরাসীদের সুসজ্জিত এক বিশাল সেনাবাহিনী ছিল (Davis, 1999)। ঐতিহাসিক Hitti তাঁর *"History of the Arabs"* গ্রন্থে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ বলে উল্লেখ করেন (Hitti, 1970), কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক এস. এম. ইমামউদ্দিন এ সংখ্যাকে অতিরঞ্জিত বলে অভিহিত করেন (ইমামউদ্দিন, ২০১০)।

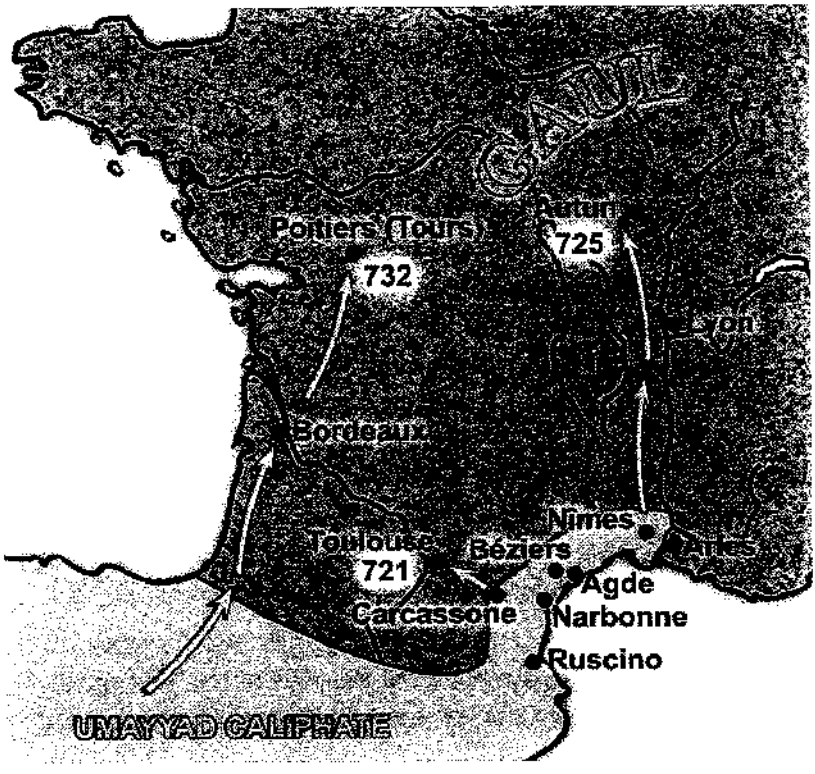

চিত্র-১: টুরস-পয়টিয়ার্স অভিমুখে স্পেনীয় মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের গতিপথ (Doherty, 2017: 01)

টুরসের যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতামত

টুরসের যুদ্ধের গুরুত্ব ও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে পশ্চিমা এবং মুসলিম ঐতিহাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। টুরসের যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের মাঝে তিনটি ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। প্রথম দলটির উপস্থাপনায় টুরসের যুদ্ধ একটি নাটকীয় রূপ লাভ করে, যেখানে এ যুদ্ধের ফলাফলকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক একটি ঘটনা হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং ফরাসী বাহিনীর বিজয়ের মূলে চার্লস মার্টেলের অবদানকে মহিমান্বিত করার নিরন্তর চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ দলের ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রধান হলেন- ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন। গিবন ও তাঁর সমর্থকদের মতে, চার্লস ছিলেন মধ্যযুগে খ্রিস্টান ইউরোপের রক্ষাকর্তা এবং ঐতিহাসিক টুরসের যুদ্ধ ছিল প্রশ্নাতীতভাবে বিশ্ব ইতিহাসের একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক ঘটনা। দ্বিতীয় দলের ঐতিহাসিকরা মনে করেন- টুরসের যুদ্ধকে প্রথম দলের ঐতিহাসিকগণ যতটা গুরুত্ব দিতে চাচ্ছেন, প্রকৃত অর্থে ইতিহাসে এটি ততোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁদের মতে, টুরসের যুদ্ধ মধ্যযুগের অপরাপর মুসলিম-খ্রিস্টান দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের অন্যতম একটি অধ্যায় মাত্র। সর্বশেষ যে পশ্চিমা ঐতিহাসিক দলটি রয়েছে, তাঁরা গিবন কর্তৃক প্রদত্ত ধারণার সাথে একমত পোষণ করলেও তাঁদের মতে, গিবন ও তাঁর সমর্থকদের বর্ণনা অতিরঞ্জিত ও নাটকীয়। এর পরিবর্তে তৃতীয় ঐতিহাসিক দলটি একটি বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে টুরসের যুদ্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হন। এ দলের ঐতিহাসিক Watson তাঁর *"The Battle of Tours-Poitiers revisited"* প্রবন্ধে বলেন, টুরসের যুদ্ধকে ইতিহাসের চিরন্তন মুসলিম বনাম খ্রিস্টান সংঘর্ষ হিসেবে বিবেচনা না করে বরং এর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করাই অধিকতর যৌক্তিক (Watson, 1993)।

Gilliard তাঁর *"The senators of sixth-century Gaul"* প্রবন্ধ সংকলনে টুরসের যুদ্ধকে বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপরেই নির্ভর করছিল ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্ম টিকে থাকবে, না ইসলাম তার স্থান দখল করে নিবে (Gilliard, 1979)। আবার জার্মান সামরিক ঐতিহাসিক Delbruck তাঁর *"The Barbarian invasions"* প্রবন্ধে টুরসের যুদ্ধকে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ যুদ্ধ বলে দাবি করেছেন (Delbruck, 1990)। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যদি চার্লস মার্টেল এ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতেন, তবে ইউরোপের ইতিহাসে কোন শারলিম্যান অথবা রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব থাকত না। তখন ৭৩২ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী ইউরোপের ইতিহাসের সবকিছুই হত মুসলিমদের বীরত্বগাঁথায় পূর্ণ। আধুনিক যুগের অপর দুজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Gustave & Strauss সহমত পোষণ করে বলেন, প্রাপ্ত বিজয়টি ছিল খ্রিস্টান ইউরোপের জন্য চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক একটি বিজয়। এর মাধ্যমে পশ্চিমে আরব বিজয়ের ধারাবাহিকতা রুদ্ধ হয় এবং আরব অভিযানের ক্রমবর্ধমান হুমকির থেকে ইউরোপ মুক্তি লাভ করে (Gustave & Strauss, 2012)। এ প্রসঙ্গে এস. এম. ইমামউদ্দিন বলেন, এ যুদ্ধে চার্লস মার্টেল পরাজিত হলে সম্পূর্ণ পশ্চিম ইউরোপের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটত (ইমামউদ্দিন, ২০১০)।

অপরদিকে প্রাচ্যের আরব ঐতিহাসিকরা এ ঘটনাকে শুরুতে একটি বিপর্যয়কর পরাজয় বলে অভিহিত করেন। বিশেষত দামেস্কের উমাইয়া খিলাফতের অধীনে কনস্টান্টিনোপলে দ্বিতীয় অভিযানের (৭১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দ) ব্যর্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতার প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের কাছে টুরসের যুদ্ধের তাৎপর্য গৌণ রূপে বিবেচিত হয়। পাশাপাশি উমাইয়া খিলাফতের অভ্যন্তরে নানবিধ সংকট এসময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যেটা পর্যায়ক্রমে ঐতিহাসিক জাবের যুদ্ধের (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) মাধ্যমে দামেস্কের উমাইয়া খিলাফতের চূড়ান্ত পতন নিশ্চিত করে। এছাড়া স্পেনের অভ্যন্তরীণ নানা বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলার কারণে

টুরসের যুদ্ধের লাভ-ক্ষতির হিসাব ইতিহাসের অন্তরালে চলে যায়। ঐতিহাসিক Lewis এর মতে, আরব ঐতিহাসিকগণ অধিকাংশ সময়ই টুরসের যুদ্ধকে একটি অতি সামান্য সংঘাত বলে অভিহিত করতে চান (Lewis, 1994)। এ প্রসঙ্গে Grunebaum উল্লেখ করেন, এ ঘটনাটি ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থবহ হলেও, তৎকালীন মুসলিমদের জন্য এটি ছিল একটি সাধারণ অভিযান মাত্র। তাঁর মতে, মুসলিম শক্তিবর্গের নিকট ৭১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল অবরোধের ব্যর্থতার কাছে টুরসের যুদ্ধে জয় পরাজয়ের গুরুত্ব ম্লান হয়ে যায় (Grunebaum, 2005)। ১৩শ শতকের মরোক্কান মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনে ইজারি আল-মারাকুশি তাঁর আল-বায়ান আল-মাগরিব ফি আখবার আল-মাগরিব গ্রন্থে টুরসের যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন। Santosuosso এর ভাষ্যমতে, আল-মারাকুশি ও অপরাপর মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় টুরসের যুদ্ধের স্থানটিকে বালাতুস শাহাদা বা শহীদদের পথ বলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু তিনি দাবি করেন যে, একই নাম অপরাপর মুসলিম পরাজয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে (Santosuosso, 2004)। সে বিবেচনায় বলা যায় যে, মুসলিম ইতিহাসে টুরসের যুদ্ধের অবস্থান অপরাপর যুদ্ধসমূহের মতোই, যেখানে জয়-পরাজয় একটি অত্যন্ত সাধারণ বিষয় মাত্র।

তবে টুরসের যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে চমকপ্রদ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন ঐতিহাসিক Hitti : তিনি বলেন, টুরসের যুদ্ধের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তেমন কোন সিদ্ধান্তমূলক সমাধান হয়নি। তাঁর মতে, হাজার মাইল দূর হতে শুরু হওয়া মুসলিম বিজয়ের জোয়ার জিব্রাল্টার পাড় হয়ে স্পেনে এসে স্বাভাবিক নিয়মেই এর শেষ সীমানায় উপনিত হয় (Hitti, 2002)। আবার Palmer টুরসের যুদ্ধকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন "Battle of Tours came from the perception that it was a turning point that failed to turn" (Palmer, 2019 : 215)। অর্থাৎ ইতিহাসের কোন প্রকার মোড় পরিবর্তন না হওয়াটাই যেন টুরসের যুদ্ধকে ইতিহাসের একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনায় রূপান্তরিত করেছে।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

টুরসের যুদ্ধকে ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ বলার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ স্পষ্ট : এ প্রসঙ্গে দ্বিধাবিভক্ত পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের একটি দল যখন অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে টুরসের যুদ্ধে ফরাসী বিজয় ও চার্লস মার্টেলের কৃতিত্বকে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিতে সচেষ্ট; অপর দলটি তখন টুরসের যুদ্ধে ফরাসী বিজয় যে ইউরোপীয়দের জন্য সৌভাগ্য এনে দিয়েছিল এ কথা স্বীকার করলেও, তাঁরা নাটকীয়তাকে বর্জন করে এর বাস্তবিক গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অন্যদিকে মুসলিম ঐতিহাসিকরা, বিশেষত আরব ঐতিহাসিকরা এ যুদ্ধকে অপরাপর সাধারণ মুসলিম অভিযানের জয়-পরাজয়ের অংশ বলেই দাবি করছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক Davis এর ভাষায়, ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে চার্লস মার্টেলের এ বিজয় পরবর্তী কয়েক শতক ফরাসীদের ইউরোপে প্রভুত্বকারী শক্তিতে পরিণত করতে প্রধান সহায়কের ভূমিকা পালন করে (Davis, 1999)। পাশাপাশি ফরাসী রাজবংশের দীর্ঘস্থায়িত্বও নিশ্চিত করে। যদিও কোনো কোনো পশ্চিমা ঐতিহাসিক চার্লস মার্টেলকে মধ্যযুগীয় ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্মের রক্ষাকর্তা বলে অভিহিত করতে চান। তবে Davis তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন যে, চার্লস মার্টেল কি প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্ট ধর্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে (Davis, 1999)। অধিকাংশ পশ্চিমা ঐতিহাসিক এ কথা দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করেন যে, টুরসের যুদ্ধে চার্লস মার্টেল ও তাঁর ফরাসী বাহিনী পরাজিত হলে ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্মের ভবিষ্যৎ চরম হুমকির মুখে পড়তো। কেননা মধ্যযুগে যেকোনো মুসলিম বিজয় অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিজিত অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা। সে ক্ষেত্রে ইউরোপীয় রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তনও ছিল অবশ্যম্ভাবী।

টুরসের যুদ্ধে পরাজয় মুসলিম ঐতিহাসিকদের কাছে খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। বরং তাঁরা কন্সটান্টিনোপলে মুসলিম শক্তির বিভিন্ন সময়ের ব্যর্থতা ও সফলতাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাই দামেস্কের উমাইয়া খিলাফত আমলে ৭১৭-৭১৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের কন্সটান্টিনোপোলে দ্বিতীয় অবরোধের ব্যর্থতা যেমন মুসলিম ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে, তেমনি অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ কর্তৃক ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কন্সটান্টিনোপোল বিজয়ের ঘটনাও সগৌরবে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকরা ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের হাতে কনস্টান্টিনোপোল-এর পতনকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেন। এর অন্যতম কারণ হতে পারে যে, এর ফলে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে স্পেন তথা পশ্চিম ইউরোপে মুসলিম শাসনের চূড়ান্ত পতন ঘটার পূর্বেই মুসলিমরা পূর্ব ইউরোপে তাদের শাসনের ভিত্তি স্থাপনে সফল হয়। ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বাহিনীর পশ্চিম ইউরোপে ব্যর্থতার পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্বে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা এবং স্পেনের মুসলিম শাসন ব্যবস্থায় নানাবিধ বিশৃঙ্খলার কারণে মুসলিম বাহিনী ইউরোপ অভিযানের ব্যাপারে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে। স্পেনের মুসলিম শাসকগণ ৭৩২ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তীতে স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিবিধ বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওমর বিন হাফসুন এর মতো উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতার ক্রমাগত বিদ্রোহ স্পেনের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। একাধারে চারজন আমিরের শাসনামল জুড়ে এ বিদ্রোহ স্থায়ী ছিল। স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা তৃতীয় আব্দুর রহমানের (৯১২-৯৬১ খ্রিস্টাব্দ) শাসনকালকে স্পেনে মুসলিম শাসনামলের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হলেও ফ্রান্স তথা পশ্চিম ইউরোপে রাজ্য বিস্তারের কোন পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেননি। সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তারের চেয়ে তিনি এর অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে খলিফা দ্বিতীয় হাকামও (৯৬১-৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) সাম্রাজ্যবিস্তার নীতির পরিবর্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন। খলিফা দ্বিতীয় হাকামের (৯৬১-৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে স্পেন মধ্যযুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের মাঝে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ক্রমে প্রকট আকার ধারণ করে। এ সকল উত্তরাধিকারীদের অধিকাংশই ছিলেন শাসনকার্যে পূর্বসূরীদের তুলনায় দুর্বল এবং অদূরদর্শী। এরূপ পরিস্থিতিতে রাজ্য বিস্তারের উচ্চাশা কোনোভাবেই পূরণীয় ছিল না। পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বে ক্ষমতার উত্থান-পতনে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতার দরুন ইউরোপ সম্পর্কে তাঁদের মনোযোগ ক্রমে ভিন্নদিকে স্থানান্তরিত হতে থাকে। ৭৩২ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী সময়ে স্পেনের শাসকবৃন্দ কেবলমাত্র দক্ষিণ ফ্রান্সে তাদের অধীনস্থ কতিপয় রাজ্যে বিদ্রোহ দমন ব্যতীত বৃহৎ কোনো অভিযানের লক্ষ্যে ফরাসী ভূখণ্ডে প্রবেশ করেননি। তথাপি ইউরোপ অভিমুখে মুসলিমদের অগ্রাভিযান অব্যাহত ছিল। তুরস্কের ওসমানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ওসমানীয়দের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ইউরোপীয় ভূখণ্ডে মুসলিমদের বিজয় পতাকা উত্তোলন করা। ফলশ্রুতিতে ওসমানীয় নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে তাদের ধারাবাহিক অভিযানের এক পর্যায়ে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপোল বিজয়ের মাধ্যমে তাদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে ওসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর কনস্টান্টিনোপোল বিজয় ইসলামের ইতিহাসের একটি অনন্যসাধারণ মাইলফলক (আহমেদ, ২০০৭)। এ বিজয় মুসলমানদেরকে পরবর্তী কয়েক শতক পূর্ব ইউরোপে স্থায়ীভাবে রাজত্ব করার সুযোগ করে দেয়। বিশেষত পূর্ব ইউরোপের বলকান অঞ্চলে মুসলিমরা নিজেদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে কয়েক শতক নির্বিঘ্নে রাজত্ব করে। ইতোমধ্যে ইউরোপীয় রাজনীতিতে জটিল মেরুকরণ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়। একই ধারাবহিকতায় মুসলমানদের

প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খিলাফতে'র পতনের (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) মত ঘটনার মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্ব আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পদার্পনের ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে নানান পরিবর্তনের দরুন ইউরোপে মুসলিম বিজয়ের ধারাটি মুখ থুবড়ে পড়ে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, ৮ম শতকে মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগে মুসলমানদের এরূপ একটি পরাজয়ের প্রেক্ষাপটে টুরসের যুদ্ধকে নিঃসন্দেহে ইউরোপের ভাগ্যনির্ধারণকারী যুদ্ধ বলা যায়। কেননা এ যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল একদিকে যেমন সমসাময়িক মুসলিম বিজয়ের গৌরবকে ম্লান করে দিয়েছে, অপরদিকে ইউরোপীয় সামরিক শক্তিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে : ইউরোপে ফরাসী শক্তির দীর্ঘস্থায়িত্বের মূল চাবিকাঠি রূপে কাজ করেছে চার্লস মার্টেলের নেতৃত্বে টুরসের যুদ্ধে প্রভূত সাফল্য : এরপর স্পেনের মুসলিম শাসকবর্গ তাঁদের দীর্ঘ শাসনামলে ফ্রান্স তথা ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেননি। এ যুদ্ধের ফলাফল ও তাৎপর্য নিয়ে ঐতিহাসিকগদের মাঝে নানান মতানৈক্য বিরাজমান থাকলেও তা কেবল তাঁদের উক্ত বিষয়টিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচনার ফল মাত্র। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় যে, টুরসের যুদ্ধ ইউরোপের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি যুদ্ধ। এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে একদিকে ইউরোপ যেমন মুসলিম আগ্রাসনের ভীতি থেকে মুক্তি লাভ করে, অপরদিকে তৎকালীন ইউরোপের নেতৃত্বদানকারী ফরাসী শক্তির সামরিক সাফল্যও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় : আর ধর্মীয় দিক থেকে ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্মের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব লাভ করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমানদের পরাজয়ের ফলে ইউরোপে তাদের ইসলাম ধর্ম বিস্তারের আশার গুড়েবালি হয় : এজন্য টুরসের যুদ্ধকে মধ্যযুগে ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমেদ, আ. । (২০০৭) । *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস* । ঢাকা : চয়নিকা প্রকাশ ।

ইমামউদ্দিন, এস. এম. । (২০১০) : *মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস* । ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি ।

রহমান, এইচ, এম, শামসুর । (১৯৮১) । *স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস* । ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ :

Collins, R. (1989). *The Arab conquest of Spain: 710–797.* Oxford, England: Blackwell.

Creasy, E. S. (2007*). The fifteen decisive battles of the world: From Marathon to Waterloo.* New York, NY: Trow's.

Davis, P. K. (1999). *100 decisive battles from ancient times to the present.* Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Delbruck, H. (1990). *The Barbarian invasions.* Lincoln, NE: University of Nebraska.

Doherty, T. W. (2017). *Lessons for today from Umayyad invasion of Gaul.* Armer Magazine.

Imamuddin, S. M. (1969). *A political history of Muslim Spain,* Dhaka. Najmah Sons

Gilliard, F. D. (1979). The senators of sixth-century Gaul, *Speculum, 54* (04), 685-697.

Grunebaum, G. V. (2005). *Classical Islam: A History, 600 A.D. to 1258 A.D.* Aldine Transaction.

Gustave, L. & Strauss, C. (2012*). Moslem and Frank; or, Charles Martel and the rescue of Europe.* RareBooksClub.com.

Hanson, V. D. (2001). *Carnage and culture: Landmark battles in the rise to Western power.* New York, NY: Doubleday.

Hitti, P. K. (1951). *History of the Arabs*. London, UK: Macmillan.

Hitti, P. K. (2002). *History of Syria including Lebanon and Palestine*. New Jersey, NJ: Gorgias Press.

Lane-Poole, S. (1912). *The Moors in Spain*. London: Kessinger Publishing.

Lewis, Bernard (1994). *Islam and the West.* New York, NY: Oxford University Press.

Palmer, J. T. (2019). The making of a world historical moment: The Battle of Tours (732/3) in the nineteenth century. *Postmedieval, 10* (2), 206–218.

Rogers, C. J. (2011). Tours/Poitiers, Battle of (732). *The Encyclopedia of War.*

Santosuosso, A. (2004). *Barbarians, Marauders and Infidels: The ways of Medieval warfare*. Boulder, CO: Westview Press.

Schoenfeld, E. J. (2001). Battle of Poitiers. In Cowley, R. & Parker, G. (Eds.). *The Reader's Companion to Military History* 81-499. New York, NY: Houghton Mifflin.

Watson, W. E. (1993). The Battle of Tours-Poitiers revisited. *Providence: Studies in Western Civilization, 2* (1). 51– 68.